জনপ্রতিনিধিদের নৈতিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার প্রশ্ন

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খানের মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী পদের বেতন ও ঈদুল আজহার উৎসব ভাতা বন্ধ করার সিদ্ধান্তটি প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং কমিটি ও অধ্যক্ষ এমপিও বিধিমালা অনুযায়ী যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনই দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতির জন্য একটি বড় ধরনের বার্তা।

খবরে প্রকাশ, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তিনি খাতা- কলমে শিক্ষক পদে বহাল থাকলেও মাদ্রাসায় নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন না। এমনকি তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্য কারও মাধ্যমে বেতন শিটে স্বাক্ষর করিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা এমপিওভুক্ত তহবিল থেকে সুবিধা গ্রহণের মতো অনৈতিক অভিযোগও উঠেছে। একজন শিক্ষক যখন দেশের আইনপ্রণেতা বা সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন, তখন তাঁর কাঁধে জাতীয় ও আঞ্চলিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নিজ এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকা তাঁর মূল ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। এমন এক মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও একটি স্থানীয় মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী পদের ক্ষুদ্র সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতা চরম নৈতিক স্খলনের শামিল।

সংসদ সদস্য হিসেবে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে প্রটোকল, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য বহুবিধ আকর্ষণীয় সুবিধা পেয়ে থাকেন, যা একজন সাধারণ শিক্ষকের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এরপরেও নিয়মবহির্ভূতভাবে মাদ্রাসার চাকরি টিকিয়ে রাখা এবং বিনা ছুটিতে বা ছদ্ম-উপস্থিতির মাধ্যমে সুবিধা নেওয়া কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটি কেবল ওই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকারকেই ক্ষুণ্ন করেনি, বরং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

দেরিতে হলেও মাদ্রাসার গভর্নিং কমিটি ও অধ্যক্ষ বিধি মোতাবেক এমপি মহোদয়ের বেতন-ভাতা বন্ধের যে সাহসী ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যও অনুকরণীয়

দৃষ্টান্ত হতে পারে। আইন সবার জন্য সমান—এই বাক্যটি যে শুধু কাগজে-কলমে নয়, বাস্তবেও প্রয়োগ করা সম্ভব, মানিকনগর মাদ্রাসার এই পদক্ষেপ তা প্রমাণ করে। ক্ষমতার দাপটে প্রতিষ্ঠানের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখানোর যে অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে জেঁকে বসেছে, তা ভাঙার জন্য এমন পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর যে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখান থেকে দ্রুত ও আইনানুগ নির্দেশনা আসবে। একই সাথে, মাননীয় সংসদ সদস্যও নিজের ভুল অনুধাবন করে নৈতিক অবস্থান থেকে মাদ্রাসার চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি নেবেন এবং নিজেকে পূর্ণাঙ্গভাবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করবেন। জনপ্রতিনিধিদের আচরণ ও সততা হওয়া উচিত প্রশ্নাতীত, কারণ তাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকে পুরো সমাজ ও আগামী প্রজন্ম।

মেহেরপরে সাবেক জনপ্রতিনিধির হাতে নির্মাণ হচ্ছে পাঁচতলা ভবন

মেহেরপুর জেলা শহরের আদালতপাড়ায় একাই পাঁচতলা ভবনের নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রামের এক সাবেক জনপ্রতিনিধি মো. একরামুল হক। পেশায় সৌখিন রাজমিস্ত্রি হলেও এলাকাবাসীর চোখে তিনি একজন আদর্শবান মানুষ, সমাজসেবক ও পরিশ্রমী নাগরিক।

বিনা পারিশ্রমিকে নিজের ওয়ার্ডের শতাধিক দুস্থ পরিবারের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন তিনি। দেশে এটাই প্রথম ঘটনা, যেখানে একজন ব্যক্তি শ্রমিক ও মিস্ত্রি দুয়ের ভূমিকায় একাই বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন। প্রতিদিনই অনেকে তার কাজ দেখতে আসছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা একরামুল হক আদালতপাড়ায় নিজের জমিতে নির্মাণ করছেন একটি আধুনিক ভবন। ইতোমধ্যে পঞ্চম তলার ছাদ পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন

হয়েছে। ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলার আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হয়ে সেখানে ভাড়াটিয়াও উঠেছেন। তৃতীয় থেকে পঞ্চম তলার কাজ এখনও চলমান।

কোনো নির্মাণশ্রমিক ছাড়াই তিনি নিজেই এই ভবনের মিস্ত্রি ও সহকারী। টাইলসের কাজও করছেন নিজ হাতে। একাই সিমেন্ট-বালু মাখানো, মাথায় করে ইট তোলা, সিমেন্ট-বালু দিয়ে ইটের পর ইট গাঁথা সবকিছুই তিনি করছেন একা।

প্রথম দিকে মাটি খোঁড়ার কাজে শ্রমিক নিয়েছিলেন। প্রতিটি ছাদ ঢালাইয়ের দিনও কিছু অতিরিক্ত লোকবল নিয়েছেন নিরাপত্তার জন্য। তবে বাকি সব কাজ নিজেই করছেন এই পরিশ্রমী মানুষটি। তার আশা, আগামী ছয় মাসের মধ্যে পুরো ভবন নির্মাণ শেষ করবেন।

ব্যক্তিজীবনে একরামুল হক একজন বহুমাত্রিক মানুষ কখনো কৃষক, কখনো নাট্যশিল্পী, আবার কখনো রাজমিস্ত্রি।

১৯৮৮ সালে প্রথমবার ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অল্পের জন্য পরাজিত হন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের নির্বাচনে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন ইউপি সদস্য হিসেবে। পরবর্তী নির্বাচনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেন।

জনপ্রতিনিধি থাকাকালে নিজ সম্মানী থেকে প্রতিবছর প্রায় ৩০টি গরিব পরিবারের গৃহকর পরিশোধ করেছেন।

গ্রামের অনেক দুস্থ পরিবার ইট-বালু জোগাড় করতে পারলেও শ্রমিকের মজুরির অভাবে ঘর নির্মাণ করতে পারত না। তখন একরামুল নিজেই মিস্ত্রি হিসেবে একা একা ৯৮টি ঘর নির্মাণ করে দেন বিনা পারিশ্রমিকে। তার হাতে তৈরি সেই ঘরগুলো আজ নিরাপদ আশ্রয় অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের।

সহগল গ্রামের দরিদ্র আছিয়া খাতুন বলেন, গরু-ছাগল বিক্রি করে ঘর নির্মাণের চিন্তা করছিলাম। একরামুল ভাই এসে নিজের হাতে আমার জন্য ঘর তুলে দেন। তিনি কোনো পারিশ্রমিক নেননি।

একই গ্রামের অতিদরিদ্র ওবাইদুল্লাহ আলম বলেন, একবার অগ্নিকাণ্ডে আমার মাটির ঘর পুড়ে যায়। তখন একরামুল মেম্বার নিজে ইট, টিন ও বাঁশ জোগাড় করে বিনা পারিশ্রমিকে ঘর তৈরি করে দেন। গ্রামের অনেকের ঘরই তিনি এমনভাবে নির্মাণ করে দিয়েছেন।

আদালতপাড়ায় প্রতিদিন নিজের ভবনে হাতুড়ি, কাঠ, সিমেন্ট ও বালুর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন এই মানুষটি। সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতা তাকে এলাকার এক অনন্য অনুপ্রেরণায় পরিণত করেছে।

আদালতপাড়ায় গিয়ে দেখা যায় একরামুল মাথায় করে ইট তুলছেন পাঁচতলায়।

নির্মাণ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাড়িতে একমাত্র ছেলে মুদি ব্যবসা করে। আমি বসে থাকতে পারি না। লেখাপড়া ছেড়ে সখের বসে রাজমিস্ত্রির কাজ শিখেছিলাম। পারিশ্রমিক ছাড়াই দুস্থ মানুষের ঘর বানিয়ে দিতে আনন্দ পাই। প্রতিদিন ভোরে মেহেরপুরে এসে নিজের পাঁচতলা ভবনের কাজ করছি।

কাথুলী ইউনিয়নের কাঠ ব্যবসায়ী ওয়াহেদ হোসেন বলেন, একবার স্থানীয় একটি স্কুলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দাবি করে পুরস্কারটি একরামুল মেম্বারের হাত থেকেই নিতে চায়। তখন তিনি শিক্ষার্থীদের বলেন, তোমরা মন দিয়ে পড়ো, বড় হয়ে এই গ্রামটাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলো। এখনো তিনি সেই আশায় বেঁচে আছেন।

কাথুলী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বলেন, একরামুল ছিলেন একজন নির্লোভ ও মানবিক জনপ্রতিনিধি। মানুষের বিপদে তিনি পাহাড় হয়ে দাঁড়াতেন। তার ওয়ার্ডে তিনি প্রার্থী হলে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস পেত না। তার কাজ ও চরিত্র সত্যিই শ্রদ্ধার যোগ্য।

মেহেরপুরে জনপ্রতিনিধি সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের

মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সদস্যরা জনপ্রতিনিধি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ রবিবার সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি রেহেনা মান্নানের নেতৃত্বে

একটি টিম এ সৌজন্য সাক্ষাৎ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মহা: আব্দুস সালাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সদর উপজেলা সভাপতি ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাজমুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি আজিমুল বারি মুকুল, পৌর শাখা সাংগঠনিক সম্পাদক সুলহানা মুস্তাফিজ ঐশী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে জনপ্রতিনিধিদের সাথে ওয়াচ গ্রুপের যৌথ সভা

প্রাথমিক শিক্ষার মানউন্নয়ন, ঝরেপড়া রোধ ও সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন জন প্রতিনিধিদের সাথে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের হলরুমে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বারাদী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মো: মোমিনুল ইসলাম।

গনসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) আয়োজিত অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান পড়ালেখাতে সার্বিক অবস্থা, ভর্তির হার শতভাগ নিশ্চিত করা-ঝরে পড়া রোধ সহ বিদ্যালয়ে অংশ গ্রহন বৃদ্ধিতে আলোচনা করা হয়।

এ সময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এর সদস্য ছাকন উদ্দিন, বুলবুলি খাতুন, ফারজানা খাতুন ও নজরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

গাংনীর সাহারবাটি ইাউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের উপর হামলা

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য আসমা খাতুনের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

হামলাকারী আক্তার হোসেন সাহারবাটি ইউনিয়নের ভোমরদহ গ্রামের আইওল ফকিরের ছেলে ও ৩ নং ওয়ার্ডে ভোমরদহ গ্রামের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) সাবান আলীর ভাইস্তে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আসমা খাতুন বর্তমান গাংনী উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ শ্রী প্রভাস কুমার জানান, আজকে চাল বিতরণ ছিল। পবিত্র ঈদের ভিজিএফ’র চাল বিতরণ চলছিল।আক্তার হোসেনও ভিজিএফ’র চাল নিতে এসেছিলেন। চাল নিয়ে ফেরার পথে আসমা খাতুনকে পরিষদের সামনে হামলা শুরু করেন।আসমাকে অনাকাংখিতভাবে হামলা করে রক্তাক্ত করেছে সে। তার আত্মচিৎকারে আমরা ছুটে গেলে সে পালিয়ে যায়। পরে আসমা খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের ভোমরদহ গ্রামের সদস্য ও হামলকারীর চাচা সাবান আলী মেম্বর বলেন, এখন সবাই আমাকে দোষ দিচ্ছেন। সে আমার ভাইস্তে হলেও আমি জানিনা কি কারণে মেম্বরের উপর হামলা করেছে সে। আমি জানি তার আইডি কার্ড নিয়ে চাল নিতে এসেছে। এর মধ্যে মেম্বরকে হামলা করেছে। আমি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।